❖ চর্যাপদে বর্ণিত প্রাচীন বাংলার মানুষের জীবনপ্রনালী আলোচনা করো।

তমাল কান্তি পাল,

বাংলা বিভাগ, ডোমকল কলেজ।

"হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা" প্রকাশিত হওয়ার পর বহু বাঙালি ভাষাতাত্ত্বিক সাহিত্যের ঐতিহাসিক ধর্মতত্ত্বানু সন্ধিৎসু পন্ডিত মন্ডলীগন চর্যা নিয়ে নানা ধরনের গবেষণা করেছেন। বিশিষ্ট গবেষক ড.অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত যে," ইহা প্রাচীনতম বাংলা ভাষা সবেমাত্র পথে বাহির হইয়াছে, উপরন্তু ইহাতে সাধন-ভাজন সংক্রান্ত এমন সমস্ত গুহ্য ইঙ্গিত ও প্রতীকের আভাস আছে যে, আধুনিক যুগের পাঠক ইহার মর্মার্থ সহাজ বুঝিতে পারে না। তবু ইহা বাংলাই। জিও ফ্রে চসারের (১৩৪০-১৪০০) 'Canterbury Tales'- এর ইংরেজি ভাষার সহিত ১৯শ শতাব্দীর ইংরেজি ভাষায় যে সম্পর্ক তদপেক্ষা দূরতর নহে।"

চর্যাপদ গুলো বেশিরভাগ বাঙালি ও বাংলাদেশের পটভূমিতে রচিত। তবে ভারতের কয়েকটি প্রদেশের লোকেরা চর্যার দাবি করেছেন। চর্যায় বেশ কিছু পশ্চিমা অপভ্রংশের যুক্ত থাকায় চর্যাকে তাদের সাহিত্য বলে দাবি করেছেন। চর্যার পটভূমিকা তৎকালীন ভৌগোলিক সংস্থানের সাথে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার কাঠামোগত পরিধি সংকোচনের ফলে নানামুখী চিন্তা ভাবনার জন্ম দিয়েছে বলে মনে হয়। বাংলা, বিহার,কলিঙ্গ ও কামরূপ ইত্যাদি অঞ্চল সমূহ চরজার পটভূমি হওয়ার কারণে খ্রিস্টীয় দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীতে উক্ত অঞ্চলগুলো পাল বংশের রাজ্য ও শাশনা দিন ছিল, পরবর্তীকালে সেন বংশের রাজত্বকালে সেই শাসনাধীন রাজ্যগুলি অনেকটা সংকুচিত হয়। সুদীর্ঘ সময় মিথিলায় লক্ষণ সংবৎ প্রচলিত ছিল। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, প্রাচীন বাংলার সীমা তার চারিদিকে সু বিস্তৃত ছিল। ফলে ওই অঞ্চলসমূহে বাংলা ভাষায় আধিপত্য স্থাপিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। পাশাপাশি চর্যায় নিম্নবর্গীয় মানুষদের জীবন প্রণালী সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। এদের মধ্যে ডোম, শবরদের মতো মানুষ সাধারণ জনবসতি থেকে অনেকটা দূরে বাস করত। উচ্চবর্ণের মানুষেরা এইসব নিম্ন বর্ণের মানুষদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করত। সেইসব মানুষেরা বিভিন্ন ধরনের জীবিকার সাথে যুক্ত ছিল,যেমন- তাঁত বোনা, চাঙ্গারি তৈরি করা, পশু শিকার, নৌকা বাওয়া, মাছ ধরা, মদ তৈরি ও বিক্রি করা, জঙ্গলের গাছকাটা প্রভৃতি। সমাজে কৃষিব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, কৃষকেরা ফসল ফলাতো, আর মোটা অংশ ভোগ করতো উচ্চবিত্তেরা। নিম্নশ্রেণীর মানুষের জীবন ছিল অভাব পীড়িত, অবহেলিত। সমাজে উচ্চ- নিম্ন এরকম বৈষম্য বিরাজ করছিল। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করতো তারা সমাজে প্রভাবশালী ছিল। সমাজে মানুষের ধর্ম-কর্ম, আচার-আচরণ ছিল বিভক্ত।সমাজে নিম্নস্তরের মানুষের কথা চর্যাপদে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। তারা সমাজের অভিজাত মানুষ থেকে দূরে বাস করত, গ্রামান্তে পর্বতটিলায়। চর্যায় শবর পাদের ২৮ সংখ্যক পদে এরকম চিত্র পাওয়া যায়-

" উঞ্চা উঞ্চা পর্বত তহি বসি শবরী বালি
মোরঙ্গ পীচ্ছ পরিহান শবরী গীবত গুঞ্জরী মালী।।"

সমাজে অন্ত্যজ শ্রেণির লোকেরা উচ্চবর্ণ বা ধনীদের অধ্যুষিত নগরে বাস করার সুযোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত ছিল।ডোম, শবর, চন্ডালরা নগরের বাইরে অরণ্য সংকুলস্থানে বসবাস করত। চর্যায় কাহ্নপাদের ১০ সংখ্যক পদে নিম্নবর্নীয় মানুষের কথা তুলে ধরা হয়েছে-

" নগর বাহিরিরে ডোম্বী তোহোরী কুড়িআ
ছোই ছোই যাইসো ব্রাহ্মন নাড়ি আ।।"

সমাজে কেবল অন্ত্যজ বর্নের মানুষ আর তাদের দারিদ্রতা ছিল তা নয়। চর্যায় আছে, ব্রাহ্মণ বটুর প্রসঙ্গ যে ডোমনির কুঁড়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য, বর্ণপ্রথা, অভাব-অনটন, অনাচার এই ধরনের চিত্র চর্যায় সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। চর্যাপদ প্রাচীন বাংলার সমাজ দর্পণস্বরূপ হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে।